



বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল  
ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

### সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্তাম্বুল, ০৫ আগস্ট ২০২২: ইস্তাম্বুলস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল -এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করে। কনস্যুলেটের ফ্রেন্ডশিপ হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় ইস্তাম্বুলে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল -এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনস্যুলেটের কর্মকর্তারা দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করেন। এরপর শহিদ শেখ কামালের গৌরবময় জীবন ও কর্মের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নূরে-আলম শোকাবাহ আগস্ট এ -সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কনসাল জেনারেল বলেন, শেখ কামাল অকুতোভয়, সাহসী ও বিপুল প্রাণশক্তির অধিকারী একজন তরুণের নাম। শৈশব হতেই শেখ কামাল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। পরবর্তীতে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ৬৬ এর ছয়-দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। 'স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রীড়াঅঙ্গনকে সুসংঘঠিতকরণ এবং আধুনিকায়নের পথিকৃৎ হলেন শেখ কামাল', কনসাল জেনারেল যোগ করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শহিদ শেখ কামাল বাংলাদেশের নাট্য ও সংগীত-সংস্কৃতি চর্চার উন্নয়ন এবং বিকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৭৫ সালের শেখ কামালের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশ তাঁর অবদান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত দেশকে আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন। কনসাল জেনারেল নূরে-আলম, শহিদ শেখ কামালের আদর্শ-দর্শন, সমাজচিন্তা ও মানবীয় গুণাবলিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে জাতির পিতার 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শহিদ শেখ কামাল তরুণ ও যুবসমাজকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমৃত্যু কাজ করেছেন বলে, উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিগণ মন্তব্য করেন। শেখ কামালের কর্মময় জীবন ও আদর্শ-দর্শন আমাদের সকলের জন্য, বিশেষ করে তরুণ ও যুবসমাজের কাছে অনুকরণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।

